নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন
Audit Inspection Report (AIR)

(PSU)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)
ময়মনসিংহ

অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯
নিরীক্ষা বছর: ২০১৯-২০২০

কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা ইন্স্যুরেন্স ভবন
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।

প্রথম অধ্যায়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ :

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের নির্দেশনা মতে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, সেক্টর-৩, ঢাকা এর ২০১৯-২০২০ নিরীক্ষা বছরের অডিট প্ল্যানের নিরীক্ষা কর্মসূচি মোতাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট ১৬/০২/২০২০ খ্রি. হতে ২৫/০৩/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। আলোচ্য অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট এর বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অডিটের পাশাপাশি বরাদ্দ ভিত্তিক নির্দিষ্টকরণ নিরীক্ষা করা হয়েছে। অডিটি প্রতিষ্ঠানের যে সকল অনিয়ম ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে তা সংশোধনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ও পরামর্শ এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এর মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি/টিমের (QAC-1)

সদস্যদের নামের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	QAC-1 সভার তারিখ ও সময়
০১	জনাব মোঃ আবদুল হান্নান	উপ-পরিচালক	২১/৯/২০২০ খ্রিঃ সকালঃ ১০.০০ ঘটিকা।
০২	জনাব রাশেদ বিন রাজ্জাক	নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	
০৩	জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	
০৪	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সরকার	অডিটর	

খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রণয়নের সাথে জড়িত সদস্যদের নাম ও পদবীঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	দলে অবস্থান
১.	জনাব রাশেদ বিন রাজ্জাক	নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	দল প্রধান
২.	জনাব জহিরুল ইসলাম	এস.এ.এস সুপার	সদস্য
৩.	জনাব পলাশ চন্দ্র সরকার	অডিটর	সদস্য
৪.	জনাব সাদ্দাম হোসেন	অডিটর	সদস্য

সূচীপত্র

ক্রঃনং	বিবরণ	পৃষ্ঠানং
	প্রথমঅধ্যায়	
১	নিরীক্ষার পটভূমি	১
২	নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	২
৩	নিরীক্ষার পরিধি	২
৪	নির্ণায়ক সমূহ	৩
৫	অনিয়মের কারণ সমূহ	৩
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৩
৭	নিরীক্ষার সংক্ষিপ্তসার	৪
৮	AIR এ উত্থাপিত অনুচ্ছেদ সমূহের তালিকা (সারণী-১)	৫-৬
৯	গাণিতিক শুদ্ধতার সনদ	৭
১০	পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহের হালনাগাদ অবস্থা (সারণী-২)	৮
১১	AIR এর সাথে সংযুক্ত প্রমাণকের বিবরণী (সারণী-৩)	৮
	দ্বিতীয়অধ্যায়	
১২	AIR এ উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহ	৯-৩৪
১৩	AIR এ উত্থাপিত অনুচ্ছেদ সমূহের পরিশিষ্ট সমূহ	১-২৩

১.নিরীক্ষার পটভূমি:

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

'মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট অর্ডিনেন্স-১৯৮৪' এর মাধ্যমে ১১ জুলাই ১৯৮৪ সালে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এ্যাক্ট-১৯৯৭ (সংশোধিত) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)' নামকরণ করা হয়। এটি একটি স্বায়ত্তশাষিত প্রতিষ্ঠান ।

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্পূর্ণরূপে এর কার্যক্রম ১৯৮৬ সালে শুরু হয়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে জলজ পরিবেশভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও বিএফআরআই এর নিয়ন্ত্রণাধীন মোট ০৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে এর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে প্রকল্পগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে ৩ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি একটি বোর্ড অব গভর্নরস দ্বারা পরিচালিত হয় ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে থাকেন সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। বোর্ডের সদস্য থাকেন ৮ জন। সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়। বিএফআরআই এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৫টি কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৫ জন মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ৫টি উপকেন্দ্রের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৫ জন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রসমূহ এবং প্রধান কার্যালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মহাপরিচালক মহোদয়। প্রতিষ্ঠানটি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর অধীনে ৫টি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে যা ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, চাঁদপুর, খুলনা ও বাগেরহাট এ অবস্থিত। এছাড়াও ৫টি উপকেন্দ্র রয়েছে যা যশোর, সৈয়দপুর, শান্তাহার, কলাপাড়া এবং রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিলুপ্ত প্রায় মাছের গবেষণা করা হয়।

১.০২ যে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১১ জুলাই ১৯৮৪ সালে প্রণীত "মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট অর্ডিনেন্স-১৯৮৪" এবং 'বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এ্যাক্ট-১৯৯৭ (সংশোধিত)' বলে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

২. নিরীক্ষার উদ্দেশ্য: (Audit objectives) এবং আওতা (Scope)

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য-

অডিটি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের উপযোজন হিসাবের উপর নিরীক্ষা প্রত্যয়ন এবং নিয়মানুগ নিরীক্ষা সম্পাদন।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ যাচাই করতে হবে-

- সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত মঞ্জুরীর মধ্যে ব্যয় সীমিত রয়েছে কি-না।
- যে উদ্দেশ্যে মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়েছে কি-না।
- প্রকৃত ব্যয় সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে কি-না।
- ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান এবং নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা।

৩. নিরীক্ষার পরিধি/ব্যাপ্তি

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতাধীন আঞ্চলিক কেন্দ্র ও প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয় বিবরণী অনুসারে বেতন বাবদ সহায়তা, ভাতাদি বাবদ সহায়তা, পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা ও অন্যান্য অনুদান এবং উন্নয়ন সহায়তা বাবদ খাতের বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিরীক্ষার আওতাধীন থাকবে।

৪. নির্ণায়কসমূহঃ

- ✓ জাতীয় বেতন স্কেল
- ✓ পেনশন নীতিমালা
- ✓ জিএফআর, বিএসআর, টিআর, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়াল।
- ✓ এনবিআর এর আদেশসমূহ
- ✓ পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ও নীতিমালা
- ✓ আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধি-২০১৫
- ✓ সরকারি আদেশ/নির্দেশসমূহ
- ✓ টেন্ডার ডকুমেন্টস এবং রেইট অব সিডিউল
- ✓ মূল্য সংযোজন করা আইন- ১৯৯১
- ✓ আয়কর অধ্যাদেশ- ১৯৮৪
- ✓ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার/আদেশ।
- ✓ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন- ১৯৮৪/২০১৮

৫. অনিয়মের কারণসমূহঃ

- ✓ সরকারী বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট/আয়কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- ✓ পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- ✓ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ এর নির্দেশনা সঠিকভাবে পরিপালন না করা।
- ✓ এক কোডের অর্থ অন্য কোডে ব্যয় নির্বাহ করা।

৬. ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- ✓ প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রযুক্তি বাস্তবায়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
- ✓ গুণগত মানের পোনা এবং মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- ✓ মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনায় ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- ✓ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ✓ মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, বিল নার্সারি স্থাপন, পোনা অবমুক্তিসহ যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য প্রাচুর্য বৃদ্ধি।
- ✓ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।
- ✓ রপ্তানিযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যকর সনদ প্রদান।
- ✓ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ও বিধি বাস্তবায়ন।
- ✓ মৎস্যচাষ এবং মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি, আইন, বিধি, কর্মকৌশল, ইত্যাদি প্রণয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান।
- ✓ মৎস্য চাষী ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ✓ মাছের বর্ধিত চাহিদা মিটাতে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ।
- ✓ জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।
- ✓ মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭. নিরীক্ষার সুপারিশের সংক্ষিপ্তসার:

- ✓ আর্থিক বিধি-বিধান পালনে তৎপরতা আবশ্যক।
- ✓ বিধি-বিধান ও নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- ✓ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ✓ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ভ্যাট, ট্যাক্স ও সরকারি পাওনা যথাসময়ে আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ✓ পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধি সমূহ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা।
- ✓ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ এর নির্দেশনা সঠিক ভাবে পরিপালন করা।
- ✓ হিসাব রক্ষণ অফিসের সহিত সময়মত হিসাবের সংগতি সাধন নিশ্চিত করা।
- ✓ বাজার দর যাচাই করে সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় সম্পাদন।
- ✓ অগ্রীম প্রদানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব দ্রুত সমন্বয় করা।
- ✓ একই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পাদন না করে আঞ্চলিক ঠিকাদার দিয়ে কর্মসম্পাদন।
- ✓ চিংড়ী গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট এবং ইলিশ গবেষণা কেন্দ্র, চাঁদপুর এর গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

AIR এ উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহের তালিকা (সারণী-১)ঃ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	নিরীক্ষার ক্ষেত্র (Audit Area)	পৃষ্ঠা নং
০১	আবাসিক ভবন হতে আদায়কৃত বাসা ভাড়ার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৩৪,৪৯,০৯৭/-	আর্থিক ক্ষতি	০৯
০২	TO&E এবং ডিপিপি তে অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় খাত হতে এয়ারকন্ডিশনার/ এসি ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ।	২,২৮,৮০০/-	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	১০
০৩	আবাসিক ভবন হতে আদায়কৃত বিদ্যুৎ বিলের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৭,০৬,২৪৮/-	আর্থিক ক্ষতি	১১
০৪	আবাসিক ভবন ও অনাবাসিক ভবন মেরামতে ডিপিপি বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১১,৯৪,৫৯৮/-	আর্থিক ক্ষতি	১২
০৫	বিধিবহির্ভূতভাবে অনুমোদিত এআরপি এর চেয়ে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,১০,৬২০/-	আর্থিক ক্ষতি	১৩
০৬	ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	১,২৯,২৮৪/-	আর্থিক ক্ষতি	১৪
০৭	আরসিসি রাস্তা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রকৌশলী পরামর্শক ফি সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও বিল প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩,০০,০০০/-	আর্থিক ক্ষতি	১৫
০৮	H.B.B রাস্তা হতে Salvage হিসাবে প্রাপ্ত ইঁটের মূল্য ঠিকাদারের বিল হতে বাদ না দেওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯,৩২,৪০০/-	আর্থিক ক্ষতি	১৬
০৯	বিধিবহির্ভূতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে খরচ করায় সরকারি অর্থ অনিয়মিত ব্যয়।	২,৫৩,৩১৫/-	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	১৭
১০	রিকুইজিশন ছাড়া অর্থবছরের শেষ মাসে বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয়ে অনিয়ম ।	৪,৯৮,৫৮৫/-	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	১৮
১১	প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত না থাকলেও প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীগণকে সম্মানী/ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,৯৮,২০০/-	আর্থিক ক্ষতি	১৯
১২	গাড়ির প্রাধিকারবহির্ভূত মেরামত ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা।	১,২৫,১১০/-	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	২০
১৩	একই কাজের জন্য দুইবার বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২৬,০০০/-	আর্থিক ক্ষতি	২১
১৪	বৈদ্যুতিক খুঁটি/ পোল (স্টীল) ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয়	২৪,০০০/-	আর্থিক ক্ষতি	২২
১৫	সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের তিন তলাবিশিষ্ট প্রায় ১০,০০০ বর্গফুট আয়তনের অফিস ও গবেষণাগার ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার পর নিলাম/অকশনে বিক্রি করা হলেও তার হিসাব পাওয়া যায়নি।		বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	২৩

১৬	ডরমেটরী ও রেস্ট হাউজ হতে প্রাপ্ত আয় সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	২৫,৭৭০/-	আর্থিক ক্ষতি	২৪
১৭	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় প্রশিক্ষণ বাবদ অনিয়মিত অর্থ ব্যয়।	২,৭৫,০০০/-	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	২৫
১৮	নির্মাণ কাজ/যানবাহন মেরামত বিলের ওপর ভ্যাট কম কর্তন/ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	১৯,৭২৭/-	আর্থিক ক্ষতি	২৬
১৯	ভ্রমণ ও পরিবহণ খাতে বরাদ্দ অতিরিক্ত ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২৩,০০০/-	আর্থিক ক্ষতি	২৭
২০	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লংঘন করে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির পরিবর্তে খন্ড খন্ড ভাউচারের মাধ্যমে ব্রাইন ক্রয়ে অনিয়মিত ব্যয় ।	৫১,৪৫০/-	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	২৮
২১	নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর ২৫টি পুকুরের অধিকাংশ সংস্কার/পরিচর্যার অভাবে মাছ উৎপাদন না হওয়ায় সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	--	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	২৯
২২	নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এ পরিচর্যার অভাবে নিষ্ক্রিয় ২টি হ্যাচারীতে ব্রুড হতে পোনা উৎপাদন বন্ধ থাকায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	--	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	৩০
২৩	১৪ (চৌদ্দ) দিনের ব্যবধানে একই বিষয়বস্তুর উপর একই প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করায় সরকারি অর্থের অপচয়।	৩৩,৩০০/-	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	৩১
২৪	নম্বরবিহীন গাড়ির জ্বালানি বাবদ বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৪৮,১১৬/-	আর্থিক ক্ষতি	৩২
২৫	চাহিদাপত্র ব্যতীত অফিস ও প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয়।	৫৯,৯০০/-	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	৩৩
২৬	ডিপিপি'তে কনসালটেন্ট নিয়োগের সংস্থান থাকলেও কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রদান না করায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন ব্যহত হচ্ছে।	--	বিধি ও পদ্ধতিগত অনিয়ম	৩৪
	মোট টাকার পরিমাণ	**৮৮,১২,৫২০/-**		

গাণিতিক শুদ্ধতার সনদ

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণায়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান/ইউনিটসমূহের নথিপত্রাদি নির্দিষ্ট নির্ণায়কের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। Govt. Auditing Standard এবং ISSAI সমূহ অনুসরণপূর্বক নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনকালে উত্থাপিত নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহের সাথে জড়িত অর্থের গাণিতিক শুদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(রাশেদ বিন রাজ্জাক)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
ও
দল প্রধান
দল নং- ০৭

১০. পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহের হালনাগাদ অবস্থা (সারণী-২)

ইউনিটের নাম	অর্থ বৎসর	অনুচ্ছেদের সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমাণ	মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদে জড়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	২০১৩-১৫	১৯টি	৩৫,৪৬,০০০	৮টি	১১টি	১৯,০৭,০০০/-
	২০১৩-১৭	৩৯টি	৬,১৮,৩১,০০০	১৮টি	২১টি	৫,১০,২৫,০০০/-
	২০১৭-১৮	১০টি	৬২,১০,০০০	০	০	৬২,১০,০০০/-

১১. AIR এর সাথে সংযুক্ত প্রমাণকের বিবরণী (সারণী-৩)

অনুচ্ছেদ নং	পৃষ্ঠানং	মোটপাতা
১.	৫৮২-৫৯৪	১৩
২.	৫৭০-৫৮১	১২
৩.	৫৬৪-৫৬৯	৬
৪.	৫৫৭-৫৬৩	৭
৫.	৫৪৩-৫৫৬	১৪
৬.	৫২০-৫৪২	২৩
৭.	৫১১-৫১৯	৯
৮.	৪৮৫-৫১০	২৬
৯.	৪৬৫-৪৮৪	২০
১০.	৪৫৯-৪৬৪	৬
১১.	৩৩২-৪৫৮	১২৭
১২.	২৯৮-৩৩১	৩৪
১৩.	২৯২-২৯৭	৬
১৪.	২৮৮-২৯১	৪
১৫.	২৮০-২৮৭	৮
১৬.	২৭৭-২৭৯	৩
১৭.	২৭৫-২৭৬	২
১৮.	২৩৬-২৭৪	৩৫
১৯.	১৮৯-২৩৫	৪৭
২০.	১৬৬-১৮৮	২৩
২১.	১৪৮-১৬৫	১৮
২২.	১৩১-১৪৭	১৭
২৩.	৮৯-৯০	১
২৪.	১২১-১৩০	১০
২৫.	১০৬-১২০	১৫
২৬.	৭৫-১০৫	৩১
২৭.	৫১-৭৪	২৪
২৮.	৫০-৫০	১
২৯.	৪৯-৪৩	৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

(অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং:- ০১ RS.Chandpur

শিরোনাম: আবাসিক ভবন হতে আদায়কৃত বাসা ভাড়ার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩৪,৪৯,০৯৭/- (চৌত্রিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতানব্বই) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ক্যাশবই, কর্মকর্তাদের বেতন বিল, ব্যাংক বিবরণী, বিল-ভাউচার, ও অন্যান্য নথি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, আবাসিক ভবনে বসবাসকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিকট হতে বাসা ভাড়ার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৩৪,৪৯,০৯৭/- টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০১ (ক)' তে বর্ণিত হলো।

অনিয়মের কারণ: কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায়কৃত বাড়ি ভাড়ার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: আপত্তির প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: আবাসিক ভবনের আদায়কৃত বাসা ভাড়ার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: বাড়ি ভাড়া বাবদ আপত্তিতে উল্লেখিত ৩৪,৪৯,০৯৭/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ০২

শিরোনাম: TO&E তে অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও এবং প্রকল্পের বহির্ভূত ঢাকা লিঁয়াজো অফিসের জন্য এয়ারকন্ডিশনার/এসি ক্রয় করায় ২,২৮,৮০০/- (দুই লক্ষ আটাশ হাজার আটশত) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর নিয়ন্ত্রণাধীন সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে TO&E তে অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও এবং প্রকল্পের বহির্ভূত ঢাকা লিঁয়াজো অফিসের জন্য এয়ারকন্ডিশনার/এসি ক্রয় করায় ২,২৮,৮০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

স্বাদুপানি কেন্দ্র' ময়মনসিংহ এবং সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প, কক্সবাজার এদের রাজস্ব খাতের বাজেট, প্রকল্পের ডিপিপি, বিল-ভাউচার, নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে,

- স্বাদুপানি কেন্দ্র' ময়মনসিংহ এর Table of Organization and Equipment (TO&E) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও অননুমোদিতভাবে বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় খাত হতে এয়ারকন্ডিশনার/এসি ক্রয় করায় সরকারের ১,২৯,৮০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।
- সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, কক্সবাজার হতে অননুমোদিতভাবে ও প্রকল্পের বহির্ভূত অন্য অফিসের জন্য অর্থাৎ লিঁয়াজো অফিস, উত্তরা, এয়ারকন্ডিশনার/এসি ক্রয় করায় সরকারের ৯৯,০০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

সুতরাং, উক্ত ক্ষেত্রসমূহে সরকারের মোট (১,২৯,৮০০+৯৯,০০০) = ২,২৮,৮০০/- টাকার অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০২ (ক)' তে বর্ণিত হলো।

অনিয়মের কারণ:

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকার স্মারক নং- ৫১.১১০.২০১.৯২.৩০২(৫০০), তারিখ: ১৫/১০/১৯৯২ খ্রি. মোতাবেক সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (Table of Organization and Equipment) অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধনের ক্রমিক নং ৪ (খ)- এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন ব্যতিরেকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যতীত অফিসের জন্য সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকার বরাদ্দকৃত অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম (Office Equipment) বরাদ্দের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী অনুমোদন করবেন। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- অননুমোদিতভাবে ও প্রকল্পের বহির্ভূত অন্য অফিসের জন্য এসি ক্রয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- TO&E তে অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় খাত হতে অননুমোদিতভাবে এয়ারকন্ডিশনার/এসি ক্রয় করায় সরকারের অর্থ অপচয় করা হয়েছে।
- কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রণীত ডিপিপি বহির্ভূত এসি ক্রয় করায় প্রকল্পের অর্থ অপচয় হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ২,২৮,৮০০/- টাকার যথাযথ কর্তৃপক্ষের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক এবং এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ০৩ FS, BS & SFS

শিরোনাম: আবাসিক ভবন হতে আদায়কৃত বিদ্যুৎ বিলের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৭,০৬,২৪৮/-(সাত লক্ষ ছয় হাজার দুইশত আটচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট এর রাজস্ব খাতের বাজেট, ক্যাশবই, রেজিস্টার, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আবাসিক ভবনে বসবাসকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিকট হতে আদায়কৃত বিদ্যুৎ বিলের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৭,০৬,২৪৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত) । বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৩ (ক)' তে বর্ণিত হলো।

অনিয়মের কারণ: আবাসিক ভবনের আদায়কৃত বিদ্যুৎ বিলের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: আবাসিক ভবনের আদায়কৃত বিদ্যুৎ বিলের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ৭,০৬,২৪৮/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ০৪

শিরোনাম: আবাসিক ভবন ও অনাবাসিক ভবন মেরামতে ডিপিপি বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় করায় সরকারের ১১,৯৪,৫৯৮/- (এগার লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত আটানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর নিয়ন্ত্রণাধীন 'সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আবাসিক ভবন ও অনাবাসিক ভবন মেরামতে ডিপিপি বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় করায় সরকারের ১১,৯৪,৫৯৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আবাসিক ভবন ও অনাবাসিক ভবনের ডিপিপি, বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক, বিল-ভাউচার, পূর্তকাজের নথি ও এমবি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, ডিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০১৭-২০২১ সাল পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে আবাসিক ভবন মেরামতের জন্য ১৫,০০,০০০/- টাকা এবং অফিস ভবন মেরামতের জন্য ১৫,০০,০০০/- টাকাসহ মোট ৩০,০০,০০০/- টাকার সংস্থান ছিল । তার মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আবাসিক ভবন মেরামতের জন্য ৩,০০,০০০/- টাকা এবং অফিস ভবন মেরামতের জন্য ৫,০০,০০০/- টাকা বছর ভিত্তিক বিভাজন করা ছিল। তা অনুসরণ না করে সংশ্লিষ্ট দুটি খাতে আবাসিক ভবন মেরামতের জন্য ৯,৯৭,৭২৬/- টাকা এবং অনাবাসিক ভবন বা অফিস ভবন মেরামতের জন্য ৯,৯৬,৮৭২/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বরাদ্দ অপেক্ষা ১১,৯৪,৫৯৮/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদনও নথিতে পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৪ (ক)' তে বর্ণিত হলো।

অনিয়মের কারণ:

- ভবন মেরামতে ডিপিপি বরাদ্দ অপেক্ষা ১১,৯৪,৫৯৮/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।
- জিএফআর এর বিধি-১২ লংঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: আবাসিক ভবন ও অনাবাসিক ভবন মেরামতে ডিপিপি বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় করায় সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ১১,৯৪,৫৯৮/- টাকার যথাযথ কর্তৃপক্ষের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক । অন্যথায় জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং:- ০৫

শিরোনাম: বিধিবহির্ভূতভাবে অনুমোদিত Annual Research plan (ARP) এর চেয়ে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১,১০,৬২০/- (এক লক্ষ দশ হাজার ছয়শত বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট এর কোর প্রকল্প (ক) Investigation of Shrimp/Prawn Farming Status in South-West Region of Bangladesh in Context with its Quality Control and Food Safety Issues শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প এবং (খ) Surveillance and Distribution of Pathogenic Agents (Virus/Bacteria) of Shrimp/Prawn in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিধিবহির্ভূতভাবে অনুমোদিত Annual Research plan (ARP) এর চেয়ে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১,১০,৬২০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

(ক) কোর প্রকল্প Investigation of Shrimp/Prawn Farming Status in South-West Region of Bangladesh in Context with its Quality Control and Food Safety Issues শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, Annual Research plan-এ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য আইটেম নং 24. Details of operational expenses (D) Field Research Expenses খাতে মূলধন সামগ্রী ও রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য অর্থের সংস্থান ছিল (৮০,০০০ + ২০,০০০) = ১,০০,০০০/- টাকা। কিন্তু উক্ত খাতে মূলধন সামগ্রী ও রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয় করা হয়েছে ১,৭৫,৩০০/- টাকা। ফলে (১,৭৫,৩০০ - ১,০০,০০০)= ৭৫,৩০০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৫ (ক)' তে বর্ণিত হলো।

অনুরূপভাবে, (খ) কোর প্রকল্প Surveillance and Distrilbution of Pathogenic Agents (Virus/Bacteria) of Shrimp/Prawn in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, এর Annual Research plan-এ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য Field Research Expenses খাতে মূলধন সামগ্রী ও রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য অর্থের সংস্থান ছিল ৫,০০,০০০/- টাকা। কিন্তু উক্ত খাতে মূলধন সামগ্রী ও রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয় করা হয়েছে ৫,৩৫,৩২০/- টাকা। ফলে (৫,৩৫,৩২০ - ৫,০০,০০০)= ৩৫,৩২০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৫ (খ)' তে বর্ণিত হলো।

এক্ষেত্রে দুটি কোর প্রকল্পে অনুমোদিত এআরপি এর চেয়ে অতিরিক্ত (৭৫,৩০০ + ৩৫,৩২০) = ১,১০,৬২০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

অনিয়মের কারণ: জিএফআর এর বিধি-১২ লংঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: বিধিবহির্ভূতভাবে অনুমোদিত এআরপি এর চেয়ে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের অর্থ অপচয় হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ১,১০,৬২০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক। অন্যথায় জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং:- ০৬ RS & MFTS

শিরোনাম: ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২৯,২৮৪/- (এক লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার দুইশত চুরাশি) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এবং সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উক্ত কেন্দ্রেসমূহে ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১,২৯,২৮৪/- টাকা।

- নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর বাজেট, ক্যাশবই, বিল-ভাউচার, ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র ও অন্যান্য নথি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, রাসায়ণিক দ্রব্যাদি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রী ক্রয়ের বিল পরিশোধের সময় ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নিকট হতে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের ১,০৭,২৩২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৬ (ক)' তে বর্ণিত হলো। অনুরূপভাবে,
- সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর ক্যাশবই, বিল-ভাউচার, নির্মাণ কাজের নথিপত্র ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, নির্মাণ কাজের বিল পরিশোধের সময় ঠিকাদারের নিকট হতে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের ২২,০৫২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৬ (খ)' তে বর্ণিত হলো।

এক্ষেত্রে, একত্রে (১,০৭,২৩২+২২,০৫২) = ১,২৯,২৮৪/- টাকা আয়কর কম কর্তন/ জমা করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও. নং-২৫৭-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ০১/০৮/২০১৭ খ্রি: এর স্ল্যাব অনুযায়ী আয়কর কর্তন না করে কম কর্তন/ জমা করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও. নং-২৫৭-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ০১/০৮/২০১৭ খ্রি: এর স্ল্যাব অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ১,২৯,২৮৪/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ০৭

শিরোনাম: আরসিসি রাস্তা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রকৌশলী পরামর্শক ফি সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও বিল প্রদান করায় ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর নিয়ন্ত্রণাধীন 'সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রকৌশলী পরামর্শক ফি সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও বিল প্রদান করায় ৩,০০,০০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প, কক্সবাজার এর অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তার বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক, বিল-ভাউচার, ইঞ্জিনিয়ার পরামর্শক নিয়োগের নথি ও ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডিপিপিতে অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের চুক্তিমূল্য ১,৬৯,৭৭,৭৬৯/- টাকা। ডিপিপিতে কোন প্রকৌশলী পরামর্শক ফি'র সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও আয়াতিক, ১১২ মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকাকে কার্যাদেশ নং- ৩৩.০৪.০০০০.১২৪.০৭.৯০৬.১৮.২৪, তারিখ: ১০/০৩/২০১৯ খ্রি. মোতাবেক নিয়োগ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রকৌশলী পরামর্শক ফি সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও বিল প্রদান করায় ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: ডিপিপিতে প্রকৌশলী পরামর্শক ফি সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও ফি প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: ডিপিপিতে প্রকৌশলী পরামর্শক ফি সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও ফি প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ৩,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক। অন্যথায় জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং:- ০৮

শিরোনাম: H.B.B রাস্তা হতে Salvage হিসাবে প্রাপ্ত ইঁটের মূল্য ঠিকাদারের বিল হতে বাদ না দেওয়ায় সরকারের ৯,৩২,৪০০/- (নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর নিয়ন্ত্রণাধীন 'সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে H.B.B রাস্তা হতে Salvage হিসাবে প্রাপ্ত ইঁটের মূল্য ঠিকাদারের বিল হতে বাদ না দেওয়ায় সরকারের ৯,৩২,৪০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প, কক্সবাজার এর অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তার বাজেট, ডিপিপি, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক, বিল-ভাউচার, পূর্তকাজের নথি ও এমবি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, পুরাতন H.B.B রাস্তা হতে Salvage হিসাবে প্রাপ্ত ইঁটের মূল্য ঠিকাদারের বিল হতে বাদ না দেওয়ায় সরকারের ৯,৩২,৪০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৮ (ক)' তে বর্ণিত হলো।

অনিয়মের কারণ: H.B.B রাস্তা হতে Salvage হিসাবে প্রাপ্ত ইঁটের মূল্য বাবদ অর্থ ঠিকাদারের বিল হতে বাদ না দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: H.B.B রাস্তা হতে Salvage হিসাবে প্রাপ্ত ইঁটের মূল্য বাবদ অর্থ ঠিকাদারের বিল হতে বাদ না দেওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ৯,৩২,৪০০/- টাকা সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা করতঃ প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ০৯ (অনুচ্ছেদ নং-৯ ,২২ ও ২৫ একীভূত) BS; RS & SRS

শিরোনাম: বিধিবহির্ভূতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে খরচ করায় অনিয়মিত ব্যয় ২,৫৩,৩১৫/- (দুই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশত পনের) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্যগবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন ক) লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা খ) নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এবং গ) চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিধিবহির্ভূতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে খরচ করায় অনিয়মিত ব্যয় ২,৫৩,৩১৫/- টাকা ।

- লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা এর অতিথি ভবনের মেরামত সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, এস/এফ/এফ স্যানিটারি মালামালের কোড নং-৩২৫৮১১৫ হতে টাইলস ক্রয় না করে বিধিবহির্ভূতভাবে আনুষঙ্গিক বা অন্যান্য মনোহারী কোড নং-৩২৫৫১০৫ হতে টাইলস স্থাপন দেখিয়ে ২,১৪,০৮০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, লোনাপানি কেন্দ্রের অতিথি ভবনের বারান্দা ও সিঁড়িতে টাইলস বসানোর কাজ নির্ধারিত স্যানিটারি মালামালের কোড নং-৩২৫৮১১৫ হতে ক্রয় দেখানো যৌক্তিক ছিল । কিন্তু তা হতে ক্রয় না করে আনুষঙ্গিক বা অন্যান্য মনোহারী কোড নং-৩২৫৫১০৫ হতে ক্রয় করা হয়েছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৯ (ক)' তে বর্ণিত হলো ।
- নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক ও ক্রয় সংক্রান্ত বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায়- পেট্রোল, অয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট খাত (কোড নং-৩২৪৩১০১) হতে ব্যয় না করে বিধি বহির্ভূতভাবে বৈদ্যুতিক স্থাপনা খাত (কোড-৩২৫৮১১৯) হতে অনিয়মিতভাবে ২৪,২৩৫/-টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৯ (খ)' তে বর্ণিত হলো ।
- চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট এর বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায়- সেমিনার ও কনফারেন্স খাত (কোড নং- ৩২১১১১১) হতে ব্যয় না করে বিধিবহির্ভূতভাবে প্রশিক্ষণ খাত (কোড-৩২৩১২০১) হতে অনিয়মিতভাবে ১৫,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে । বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '০৯ (গ)' তে বর্ণিত হলো ।
  উপরোক্ত ৩ টি কেন্দ্রে অনিয়মিতভাবে খাত বহির্ভূত মোট (২,১৪,০৮০+২৪,২৩৫+১৫,০০০) =২,৫৩,৩১৫/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ -২০১৫, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১), তারিখ: ১৬-০৮-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং- ৫(গ) তে উল্লেখ রয়েছে-" বাজেটে বিভিন্ন কোডের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে যেন প্রকৃত ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং ৫(ঙ) তে উল্লেখ রয়েছে-" সকল প্রকার প্রাপ্তি ও ব্যয় যেন সঠিক কোডে শ্রেণিবিন্যাসপূর্বক হিসাবভুক্ত করা হয়।" কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অধিশাখার স্মারক নং- ৩৩.০৪.০০০০.১০৭.২০.০০১.১৫.১৯২. তারিখ: ১৪/০৮/২০১৯ খ্রি. এর শর্তাবলীর ক্রমিক নং-গ তে বর্ণিত বিভাজনকৃত অর্থ অনুমোদিত খাত ব্যতীত অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না। এ অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: কোড বহির্ভূত খাতে অর্থ ব্যয় করে আর্থিক অনিয়ম করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ২,৫৩,৩১৫/- টাকা ব্যয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক। অন্যথায় জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং:- ১০

শিরোনাম: রিকুইজিশন ছাড়া অর্থবছরের শেষ মাসে বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে ৪,৯৮,৫৮৫/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশত পঁচাশি) টাকার রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয়ে অনিয়ম।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর নিয়ন্ত্রণাধীন 'চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রিকুইজিশন ছাড়া অর্থবছরের শেষ মাসে বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে ৪,৯৮,৫৮৫/- টাকার রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয়ে অনিয়ম হয়েছে।

'চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবই, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, রিকুইজিশন ছাড়া অর্থবছরের শেষ মাসে সরকারি অর্থ তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে ৪,৯৮,৫৮৫/- টাকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি অনিয়মিতভাবে ক্রয় করা হয়েছে।

- অপ্রয়োজনীয়ভাবে বছরের শেষ মাসে রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়েছে শুধু অর্থ তামাদি এড়ানোর জন্য।
- অর্থবছরের শেষ মাসে রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয় করা হলেও তা ব্যবহারের কোনরূপ প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ইস্যুর কোনরূপ প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ব্যবহারকারীর নাম পাওয়া যায়নি।
- গবেষণা কাজে ব্যবহৃত রাসায়ণিক দ্রব্যাদি অর্থবছরের শেষ মাসে ক্রয় করায় এবং বর্তমান মজুদ প্রদর্শন না দেখাতে পারায় তা সরকারের ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬ অনুসরণ না করে এপিপি বহির্ভূতভাবে ক্রয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: রিকুইজিশন ছাড়া অর্থবছরের শেষ মাসে সরকারি অর্থ তামাদি এড়ানোর জন্য রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ১১ MFTS & RS

শিরোনাম: প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত না থাকলেও প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণকে সম্মানী/ ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,৯৮,২০০/- (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত না থাকলেও প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণকে সম্মানী/ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২,৯৮,২০০/- টাকা।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এর হিসাব নিরীক্ষাকালে বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক এবং প্রশিক্ষণসংক্রান্ত বিল-ভাউচার ও তথ্যাদি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে উপস্থিত না থাকলেও প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীগণকে সম্মানী/ভাতা হিসেবে অনিয়মিতভাবে ২,০৭,০০০/-টাকা প্রদান করা হয়। ৫ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রতিটিই ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে নিরীক্ষার নিকট দলিলাদি উপস্থাপন করা হলেও উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণের ৩ দিন উপস্থিতির কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '১১ (ক)' তে বর্ণিত হলো।
- বিএফআরআই এর আওতাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর হিসাব নিরীক্ষাকালে বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণা-সংক্রান্ত বিল-ভাউচার ও তথ্যাদি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে উপস্থিত না থাকলেও প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীগণকে সম্মানী/ভাতা হিসেবে অনিয়মিতভাবে ৯১,২০০/-টাকা প্রদান করা হয়। ভাউচার নং-১৮৩; তারিখ: ১১/০৪/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে পরিশোধিত প্রশিক্ষণার্থীগণের ভাতা গ্রহণের শীটে প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। ৪ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রতিটিই ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে নিরীক্ষার নিকট দলিলাদি উপস্থাপন করা হলেও উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণের ৩ দিন উপস্থিতির কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '১১ (খ)' তে বর্ণিত হলো।
- উপর্যুক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই শুধু সম্মানী/ভাতা গ্রহণের শীটে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণের স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু ৩ দিনের উপস্থিতির শীটে স্বাক্ষর নেই। সুতরাং প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, কোর্স পরিচালক/সমন্বয়ক এবং সাপোর্ট সার্ভিসে যুক্ত ব্যক্তিগণ ১ দিনের সম্মানী/ভাতা প্রাপ্য। অবশিষ্ট ২ দিনের সম্মানী/ভাতা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও উপর্যুক্ত দুইটি ক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে মোট (২,০৭,০০০ + ৯১,২০০) = ২,৯৮,২০০/- টাকা প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণের সম্মানী/ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত না থাকলেও প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণকে সম্মানী/ভাতা প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:
সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার: জবাব পাওয়া যায়নি।
নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে উপস্থিত না থাকলেও প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণকে সম্মানী/ভাতা প্রদান করায় আর্থিক অনিয়ম সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ২,৯৮,২০০/-টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ১২

শিরোনাম: গাড়ির প্রাধিকার বহির্ভূত মেরামত ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২৫,১১০/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার একশত দশ) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ; এবং নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গাড়ির প্রাধিকারবহির্ভূত মেরামত ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১,২৫,১১০/- টাকা।

- বিএফআরআই এর আওতাধীন লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা'র রাজস্ব খাতের ক্যাশবই, গাড়ির লগবই, গাড়ির জ্বালানি ও মেরামত ব্যয়ের বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, জীপ-গাড়ি নং ১১-২৩৯৫ এর মেরামত বাবদ নিরীক্ষা অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) মোট ১,২৪,৫২০/-টাকা ব্যয় করা হয়, যার মধ্যে (১,২৪,৫২০ - ৫০,০০০) = ৭৪,৫২০/-টাকা প্রাধিকারবহির্ভূত ব্যয় হিসেবে গণ্য।
- বিএফআরআই এর আওতাধীন স্বাদু পানি কেন্দ্রের রাজস্ব খাতের ক্যাশবই, গাড়ির লগবই, গাড়ির মেরামত ব্যয়ের বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, গাড়ি নং ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-২৩৯৬ এর মেরামত বাবদ নিরীক্ষা অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) মোট ৮৫,৫৯০/- টাকা ব্যয় করা হয়, যার মধ্যে (৮৫,৫৯০-৫০,০০০)= ৩৫,৫৯০/-টাকা প্রাধিকারবহির্ভূত ব্যয় হিসেবে গণ্য।
- বিএফআরআই এর আওতাধীন নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি এর ক্যাশবই, গাড়ির লগবই, গাড়ির জ্বালানি ও মেরামত ব্যয়ের বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, জীপ-গাড়ি নং- মোমেনশাহী-ক- ৩৫৫ এর মেরামত বাবদ নিরীক্ষা অর্থবছরে মোট ৬৫,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়, যার মধ্যে (৬৫,০০০-৫০,০০০)= ১৫,০০০/- টাকা প্রাধিকারবহির্ভূত ব্যয় হিসেবে গণ্য।
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ এর প্রথম ভাগের ক্রমিক নং- ১০ (ক) এর বিধি অনুযায়ী বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ের অফিসে অর্পণকৃত ক্ষমতা মোতাবেক একটি যানবাহনের মেরামত বাবদ এক বছরে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা ব্যয় করা যাবে।

সুতরাং উক্ত ক্ষেত্রসমূহে গাড়ির মেরামত বাবদ মোট (৩৫,৫৯০+ ৭৪,৫২০ + ১৫,০০০) = ১,২৫,১১০/- টাকা প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '১২ (ক), ১২ (খ) ও ১২ (গ)' তে বর্ণিত হলো।

অনিয়মের কারণ: আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫এর প্রথম ভাগের ক্রমিক নং- ১০ (ক) এর বিধি লংঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: গাড়ির প্রাধিকারবহির্ভূত মেরামত ব্যয় বিধি মোতাবেক না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ১,২৫,১১০/-টাকা আদায়পূর্বক সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা করা আবশ্যক, অন্যথায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ১৩

শিরোনাম: একই কাজের জন্য দুইবার বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৬,০০০/-(ছাব্বিশ হাজার) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে একই কাজের জন্য দুইবার বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২৬,০০০/-(ছাব্বিশ হাজার) টাকা।

নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর হিসাব নিরীক্ষাকালে বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক ও গবেষণা-সংক্রান্ত বিল-ভাউচার ও তথ্যাদি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, চাঁদপুরস্থ নদীকেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে Impact of climate change and Anthropogenic Causes on Hilsa Fishery Management : Focusing the Suitable Management Policy শীর্ষক কোর-প্রকল্পের মাঠ গবেষণা খাত হতে প্রাপ্যতা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

- মাঠ গবেষণা খাতের Data entry and plotting in Q-GIS উপখাত হতে Geomorphicডাটা প্লটিং এবং Q-GIS ফাইলে স্থানান্তরের জন্য ৫০ কর্মদিবসের পারিশ্রমিক বাবদ ৪০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু যে সময়ব্যাপী কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে তার প্রকৃত ব্যাপ্তি (২৮/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ২৬/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত) ২৮ কর্মদিবস এবং প্রকৃত দৈনিক পারিশ্রমিকের হার ৫০০/- টাকা। সে হিসাবে ২৮ দিনের হিসাবে প্রকৃত প্রাপ্য পারিশ্রমিক (৫০০ × ২৮) = ১৪,০০০/- টাকা। সুতরাং প্রাপ্যতা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (৪০,০০০-১৪,০০০) = ২৬,০০০/- টাকা; যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- একই কাজের জন্য দৈনিক পারিশ্রমিক কখনো ৫০০/-টাকা, কখনো ১০০০/-টাকা প্রদান করা হয়েছে; যা নিয়ম বহির্ভূত। এছাড়া ২৮/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ২৬/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট কর্মদিবস ২৮ হলেও উক্ত সময়কালের মধ্যে একই ব্যক্তিকে পুনর্বার কর্মে নিয়োজিত দেখিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎএকই সময়ের ব্যাপ্তিতে একই ব্যক্তিকে দুইবার বিল পরিশোধ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '১৩ (ক)' তে বর্ণিত হলো।

অনিয়মের কারণ: প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: একই কাজের জন্য দুইবার বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ২৬,০০০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ১৪

শিরোনাম: বৈদ্যুতিক খুঁটি/ পোল (স্টীল) ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্যগবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর নিয়ন্ত্রণাধীন 'চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরেবৈদ্যুতিক খুঁটি/ পোল (স্টীল) ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে ২৪,০০০/-টাকা।

নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর নিয়ন্ত্রণাধীন 'চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আনুষঙ্গিক ও বিবিধ খাতের বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায়, বৈদ্যুতিক খুঁটি/পোল (স্টীল) ক্রয় দেখিয়ে সরকারের ২৪,০০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক খুঁটি/পোল (স্টীল) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কিংবা পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড- এ দুটি প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যুতিক খুঁটি/পোল পে-অর্ডারের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক খুঁটি/পোল ক্রয়ের কোন প্রমাণক ভাউচারের মধ্যে পাওয়া যায়নি। সরকারি অর্থ ব্যয়ের জন্য স্থানীয় দোকান এস.এস. মেটাল, ফিশারী গেইট ও ওয়ারলেসের মধ্যখানে, কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর হতে ভাউচার সংগ্রহের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক খুঁটি/পোল ক্রয়ে সরকারের ২৪,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এস.এস. মেটাল, ফিশারী গেইট ও ওয়ারলেসের মধ্যখানে, কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর এর বৈদ্যুতিক খুঁটি/পোল বিক্রয়ের কোন এখতিয়ার নেই। তা সত্ত্বেও উক্ত দোকান থেকে খুঁটি/পোল ক্রয়ের নামে সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে। বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ভাউচার নং ও তারিখ	দোকানের নাম	বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট মূল্য	মন্তব্য
২৯৮ তাং- ২৭/০৬/০১৯	এস.এস. মেটাল, ফিশারী গেইট ও ওয়ারলেসের মধ্যখানে, কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর	বৈদ্যুতিক খুঁটি/পোল (স্টীল)	১ টি	২৪,০০০/-	২৪,০০০/-	
				মোট	২৪,০০০/-	

অনিয়মের কারণ: অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বৈদ্যুতিক খুঁটি/পোল (স্টীল) ক্রয় না করে স্থানীয় দোকান থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ক্রয় করায় অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:বৈদ্যুতিক খুঁটি/পোল (স্টীল) ক্রয় দেখিয়ে সরকারি অর্থ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:আপত্তিতে উল্লেখিত ২৪,০০০/-টাকা সরকারি তহবিলে জমা করা আবশ্যক এবং দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ১৫

শিরোনাম: সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের তিন তলাবিশিষ্ট প্রায় ১০,০০০ বর্গফুট আয়তনের অফিস ও গবেষণাগার ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার পর নিলাম/ অকশনে বিক্রি করা হলেও তার হিসাব পাওয়া যায়নি।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্যগবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর নিয়ন্ত্রণাধীন 'সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের তিন তলাবিশিষ্ট প্রায় ১০,০০০ বর্গফুট আয়তনের অফিস ও গবেষণাগার ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার পর নিলাম/ অকশনে বিক্রি করা হলেও তার হিসাব পাওয়া যায়নি ।

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নথি ও সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য পরিকল্পনা-৩ শাখার সভার কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ নং- ৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বিএফআরআই এর মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের তিন তলাবিশিষ্ট প্রায় ১০,০০০ বর্গফুট আয়তনের অফিস ও গবেষণাগার ভবনটি ১৯৬৭-৬৮ সালে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত । ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় ইতোমধ্যে স্থানীয় জেলা প্রশাসন কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা উক্ত ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, ভবনটির কোন অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ ইতোমধ্যে ভবনটি নিলাম/অকশনে বিক্রি করা হয়েছে। কিন্তু এতদসংক্রান্ত নিলাম/অকশনের রেকর্ডপত্র এবং ভবনটি বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোথায় জমা করা হয়েছে তার হিসাব অডিট চলাকালে মৌখিকভাবে বার বার চাওয়া সত্ত্বেও নিরীক্ষাকে তা সরবরাহ করা হয়নি। এ বিষয়ে কোন তথ্যই অডিটের নজরে না এনে পাস কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: সরকারি পরিত্যক্ত ভবন নিলাম/ অকশনে বিক্রয় করা হলেও নিলামের কোন রেকর্ডপত্র পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: প্রায় ১০,০০০ বর্গফুট আয়তনের অফিস ও গবেষণাগার ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার পর নিলাম/অকশনে বিক্রি করা হলেও তার হিসাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ উক্ত পরিত্যক্ত ভবন বিক্রয়ের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষাকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ১৬ MFTS

শিরোনাম: ডরমেটরী ও রেস্ট হাউজ হতে প্রাপ্ত আয় সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৫,৭৭০/- (পঁচিশ হাজার সাতশত সত্তর) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ডরমেটরী ও রেস্ট হাউজ হতে প্রাপ্ত আয় সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ২৫,৭৭০/- টাকা।

- সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর ক্যাশবই, আয় রেজিস্টার, রশিদ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, কেন্দ্রের মাছ, ডাব, নারিকেল, গাছ, পূর্তকাজের সিডিউল বিক্রয় এবং ডরমেটরী ও রেস্ট হাউজের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয় সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ২৫,৭৭০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- কেন্দ্রের আয় জমা প্রদান করার ব্যাংক একাউন্ট- সোনালী ব্যাংক, কক্সবাজার শাখা, নং- ০৯০৩৫৩৩০১০১১৩ এ ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে অতিরিক্ত ২৫,৭৭০/- টাকা জমা থাকলেও তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ: ডরমেটরী ও রেস্ট হাউজ হতে প্রাপ্ত আয় সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব পওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: ডরমেটরী ও রেস্ট হাউজ হতে প্রাপ্ত আয় সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ২৫,৭৭০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতঃ প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ১৭

শিরোনাম: যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় প্রশিক্ষণ বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ২,৭৫,০০০/- (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় প্রশিক্ষণ বাবদ অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে ২,৭৫,০০০/- টাকা।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ক্যাশবুক, বিল-ভাউচার ও প্রশিক্ষণসংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয় যে,

- যে কোন কর্মসূচি শুরু করার পূর্বশর্ত হলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া এবং সিডিউল অনুযায়ী কর্মসূচি পরিচালনা করা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়েই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে; যা নিয়মবহির্ভূত।
- প্রথমতঃ ৫ জন কর্মকর্তাকে পূর্ণদিন প্রশিক্ষণ দেওয়ার ১ দিন পর একই বিষয়বস্তুর উপর ২০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ায় প্রশিক্ষণ পরিচালক, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক এর সম্মানী এবং সাপোর্ট সার্ভিস বাবদ দ্বিতীয় দফায় ব্যয়িত অর্থ অপচয় করা হয়েছে।
- একই ব্যক্তি একাধারে প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক হিসেবে ভাতা গ্রহণ করেছেন, যা অনুচিত।
- প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত নথি পরিপালন ও সংরক্ষণ করা হয়নি বিধায় এ বিষয়ে আর্থিক অনিয়মের আশঙ্কা বিদ্যমান।

বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১৭ (ক)' তে দেওয়া হলো।

অনিয়মের কারণ: যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় আর্থিক অনিয়ম সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ২,৭৫,০০০/- টাকা দায়ী ব্যক্তিগণের নিকট থেকে আদায়করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক। অন্যথায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণকরতঃ প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ১৮

শিরোনাম: নির্মাণ কাজ/ যানবাহন মেরামত বিলের ওপর ভ্যাট কম কর্তন/ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৯,৭২৭/- (উনিশ হাজার সাতশত সাতাশ) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা এবং মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নির্মাণ কাজ/ যানবাহন মেরামত বিলের ওপর ভ্যাট কম কর্তন/ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১৯,৭২৭/- টাকা।

- নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি এর বাজেট, বিল-ভাউচার, এমবি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সীমানা প্রাচীর ও সারফেস ড্রেইন নির্মাণ কাজের বিল হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের ৭,১৬৭/- টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '১৮ (ক)' তে বর্ণিত হলো।
- লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা এর রাজস্ব খাতের বাজেট, ক্যাশবই, ভ্যাট চালানের নথিপত্র, গাড়ির লগবই, গড়ির জ্বালানি ও মেরামত ব্যয়ের বিল-ভাউচার যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কেন্দ্রের গাড়ি নং- ১১-২৩৯৫ ও গাড়ি নং- ১১-২৪১৫ এর মেরামত বাবদ পরিশোধিত বিলের ওপর ৫% হারে ভ্যাট কর্তনপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা (ভ্যাট বিভাগ) এর সাধারণ আদেশ নং- ০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুন ২০১৮ খ্রি. এ যানবাহন মেরামত/ওয়ার্কশপ কাজের বিলের ওপর ১০% হারে ভ্যাট কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে যানবাহনের মেরামত বিলের ওপর ১০% এর পরিবর্তে ৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে, যার ফলে সরকার ১০,০৬২/২৫ টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '১৮ (খ)' তে বর্ণিত হলো।
- মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প' ময়মনসিংহ এর বাজেট, ক্যাশবই, ভ্যাট চালানের নথিপত্র, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিল নং- ১৩৭, তারিখ: ২০/০৬/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে ২৪,৯৮০ টাকার মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়। কিন্তু উক্ত বিল থেকে ৫% হারে ভ্যাট ১,২৪৯/- টাকা কর্তন করা হয়নি। আবার, বিল নং- ১৬৫, তারিখ: ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে ২৪,৯৮০/- টাকার ক্রয় করা হলেওউক্ত বিল হতে ৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১২৪৯/- টাকা কর্তন করা হয়নি। উক্ত দুটি বিল থেকে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকার মোট (১২৪৯ + ১২৪৯)= ২,৪৯৮/- টাকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '১৮ (গ)' তে বর্ণিত হলো।

  এক্ষেত্রে, একত্রে (৭,১৬৭ + ১০,০৬২ + ২,৪৯৮) = ১৯,৭২৭/- টাকা ভ্যাট কম কর্তন/ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ১৪/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রি. এবং সাধারণ আদেশ নং ০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুন ২০১৮ খ্রি. অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন না করে/কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ১৪/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রি. এবং সাধারণ আদেশ নং ০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুন ২০১৮ খ্রি. অনুযায়ী নির্মান কাজ ও যানবাহন মেরামত বিলের ও উপর ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ১৯,৭২৭/- টাকা আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ১৯

শিরোনাম: ভ্রমণ ও পরিবহণ খাতে বরাদ্দ অতিরিক্ত ব্যয় করায় সরকারের ক্ষতি ২৩,০০০/- (তেইশ হাজার) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন 'ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ প্রকল্প' এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ভ্রমণ ও পরিবহণ খাতে বরাদ্দ অতিরিক্ত ব্যয় করায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে ২৩,০০০/- টাকা।

প্রকল্পের কর্মকর্তা/ কমচারীদের ভ্রমণ-ভাতা সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ভ্রমণ ও পরিবহণ খাতে ১,১৩,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে । Survey on the present status of mussels and snails in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের Annual Research plan-এ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য ভ্রমণ ও পরিবহণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৯০,০০০/- টাকা । কিন্তু বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায়, উক্ত খাতে ব্যয় হয়েছে ১,১৩,০০০/- টাকা । সুতরাং উক্ত খাতে বরাদ্দ অতিরিক্ত ব্যয় (১,১৩,০০০ - ৯০,০০০) = ২৩,০০০/- টাকা । এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত খাতে অবাধ ব্যয়ের ফলে বরাদ্দ অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে । বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '১৯ (ক)' তে বর্ণিত হলো।

উল্লেখ্য, প্রকল্পের নিজস্ব মাইক্রোবাস/পিকআপ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের স্বার্থে ভ্রমণের জন্য মাইক্রোবাস ভাড়া করলেও ভ্রমণ ও পরিবহণ খাতে ব্যয় প্রদর্শন না করে স্টেশনারী খাত এবং মাঠ গবেষণা খাতের ব্যয় হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে, যা সমীচীন নয়।

অনিয়মের কারণ: অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ অতিরিক্ত ভ্রমণ ভাতা পরিশোধ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: ভ্রমণ ও পরিবহণ খাতে বরাদ্দ অতিরিক্ত ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ২৩,০০০/-টাকার যথাযথ কর্তৃপক্ষের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো । অন্যথায় জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং:-২০

শিরোনাম: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লংঘন করে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির পরিবর্তে খন্ড খন্ড ভাউচারের মাধ্যমে ব্রাইন ক্রয়ে অনিয়মিত ব্যয় ৫১,৪৫০/-(একান্ন হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা ।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক ও গবেষণা সংক্রান্ত বিল-ভাউচার ও তথ্যাদি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লংঘন করে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির পরিবর্তে খন্ড খন্ড ভাউচারের মাধ্যমে ব্রাইন ক্রয়ে অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে ৫১,৪৫০/- টাকা ।

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৮১ এ উল্লেখ রয়েছে-" ক্রয়কারী, তফসিল-২ (প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০/-টাকা) এ বর্ণিত মূল্য ও বাৎসরিক মোট ব্যয়সীমার মধ্যে স্বল্প মূল্যের পণ্য, জরুরি ও আবশ্যকীয় সেবা সরাসরি ক্রয় করিতে পারিবে।" কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সরাসরি নগদে ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিধি লংঘন করে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গবেষণার জন্য লবণাক্ত পানি (ব্রাইন) ক্রয়ের লক্ষ্যে ২ (দুইটি) চাহিদাপত্র যথাক্রমে ১৯/০৬/২০১৯ খ্রি. ও ২৩/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং দুটি চাহিদাপত্রের আলোকে মোট (৩.৫+৩.৫) = ৭ টন ব্রাইন যথাক্রমে ২৫/০৬/২০১৯ খ্রি. ও ২৬/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে ক্রয় করা হয়। প্রথম ক্রয়ের তারিখের পূর্বেই দুটি চাহিদাপত্র পাওয়ায় দুটি চাহিদাপত্রের মোট ব্রাইন একসাথে ক্রয় করা সম্ভব ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শুধু কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি (আরএফকিউ) পরিহারের উদ্দেশ্যেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খণ্ড খণ্ড ভাউচারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- এছাড়া সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মেমোতে উল্লেখিত তারিখ পর্যালোচনায় দেখা যায়- ১ দিনের ব্যবধানে ২ (দুই)টি ভাউচারের মাধ্যমে ব্রাইন (গবেষণার জন্য লবণাক্ত পানি) ক্রয়ে ৫১,৪৫০/-টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিল পরিশোধকালে প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট পরিশোধযোগ্য বিধায় প্রতিটি বিলে ভ্যাটসহ মোট বিল (২৪,৫০০ + ১২২৫) = ২৫,৭২৫/- টাকা। সে হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রেই কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য। কিন্তু অলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২০ (ক)' তে বর্ণিত হলো ।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৮১ লংঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৮১ লংঘন করে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির পরিবর্তে খন্ড খন্ড ভাউচারের মাধ্যমে ব্রাইন ক্রয়ে অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ আপত্তিতে উল্লেখিত ৫১,৪৫০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ২১ RS, Chandpur

শিরোনাম: নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর ২৫টি পুকুরের অধিকাংশ সংস্কার/পরিচর্যার অভাবে মাছ উৎপাদন না হওয়ায় সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২৫টি পুকুরের অধিকাংশ সংস্কার/পরিচর্যার অভাবে মাছ উৎপাদন না হওয়ায় সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, কেন্দ্রের ২৫টি পুকুরের অধিকাংশ সংস্কার/পরিচর্যার অভাবে মাছ উৎপাদন না হওয়ায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অধিকন্তু, নিয়মিতভাবে ব্যবহার না করায় পুকুরগুলো দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

- উক্ত কেন্দ্রে ১০ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (১ জন মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ৪ জন উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ৪ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) কর্মরত থাকা সত্ত্বেও গবেষণা কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।
- যে উদ্দেশ্যে পুকুর খনন করা হয়েছে সে লক্ষ্য অর্জন হয়নি।
- পুকুরগুলো সক্রিয় রেখে গবেষণা কার্ক্রম অব্যাহত রাখলে পুকুরগুলো থেকে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে প্রাপ্ত মাছ বিক্রি করে কেন্দ্রের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- দু-একটি পুকুরে মাছ চাষ হলেও অধিকাংশ পুকুরেই মাছ চাষ হচ্ছে না।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, অধিকাংশ পুকুরে গবেষণা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
- পুকুরের সংস্কার করতঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা করে মাছ উৎপাদন করলে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় সম্ভব, যা না করায় প্রতিষ্ঠান/সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অনিয়মের কারণ: ১. প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট না থাকা।
২. সরকারি সম্পদ অব্যবহৃত রাখা তথা সরকারি অর্থের অপচয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: ২৫টি পুকুরের অধিকাংশ সংস্কার/পরিচর্যার অভাবে মাছ উৎপাদন না হওয়ায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ২৫টি পুকুর সক্রিয় করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ২২

শিরোনাম: নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এ পরিচর্যার অভাবে নিষ্ক্রিয় ২টি হ্যাচারীতে ব্রুড হতে পোনা উৎপাদন বন্ধ থাকায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর আওতাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিচর্যার অভাবে নিষ্ক্রিয় ২টি হ্যাচারীতে ব্রুড হতে পোনা উৎপাদন বন্ধ থাকায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর ক্যাশবই, বিল-ভাউচার, ও অন্যান্য নথি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, কেন্দ্রের আওতাধীন 'ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ' প্রকল্পের ৯,৯৭,৯৭৮/- টাকা ব্যয় করে পোনা উৎপাদনের হ্যাচারী মেরামত করা হলেও নিরীক্ষা কার্যক্রম চলার সময় উক্ত হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদনের কোন কার্যক্রম নিরীক্ষা দল দেখতে পায়নি।

- উক্ত কেন্দ্রে ১০ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (১ জন মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ৪ জন উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ৪ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) কর্মরত থাকা সত্ত্বেও গবেষণা কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।
- পোনা উৎপাদন কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়নি।
- নিরীক্ষা দল সরকারি অর্থ ব্যয় করে নির্মিত হ্যাচারী বন্ধ রাখার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি।
- হ্যাচারী চলমান থাকলে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয়ের ব্যবস্থা হতো।
- নিয়মিত ব্যবহার না করায় হ্যাচারী দুইটি দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অনিয়মের কারণ: ১. প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট না থাকা।
২. সরকারি সম্পদ অব্যবহৃত রাখা তথা সরকারি অর্থের অপচয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: হ্যাচারী দুইটি পরিচর্যার অভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকায় ব্রুড হতে পোনা উৎপাদন বন্ধ হওয়ায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ২টি হ্যাচারী সক্রিয় করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং:- ২৩ H.Qr.

শিরোনাম: একই বিষয়বস্তুর উপর একই প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় সরকারি অর্থের অপচয় ৩৩,৩০০/- (তেত্রিশ হাজার তিনশত) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই),সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট, অর্থছাড়ের নথি, ক্যাশবুক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিল-ভাউচার যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, মাত্র ১৪ (চৌদ্দ) দিনের ব্যবধানে একই বিষয়বস্তুর উপর একই প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে ৩৩,৩০০/- টাকা।

- যে কোন কর্মসূচি শুরু করার পূর্ব শর্ত হলো সিডিউল তৈরি করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি পরিচালনা করা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হলেও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোনো প্রকার নথি পরিপালন বা সংরক্ষণ করা হয়নি। নথিতে অনুমোদন না দিয়ে শুধুমাত্র সিডিউলে অনুমোদন দিয়ে কর্মসূচি পরিচালনা করা বিধিসম্মত নয়।
- অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণের মনোনয়নের কপি সংযুক্ত নেই। ফলে প্রশিক্ষণে কারা অংশগ্রহণ করবে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নথিতে থাকা প্রয়োজন, যেহেতু এ সংক্রান্ত নথি পরিপালন করা হয়নি সেহেতু এ বিষয়ে অনিয়মের যথেষ্ট সুযোগ থেকে যায়।
- বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২৯/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ এর ৪৬ জন কর্মচারীকে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বিষয়বস্তুর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মাত্র ১৪ (চৌদ্দ) দিনের ব্যবধানে ১৩/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে একই বিষয়বস্তুর ওপর পূর্বোক্ত ৪৬জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় দ্বিতীয়বার খরচকৃত ৩৩,৩০০/-টাকা সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '২৩ (ক)' তে বর্ণিত হলো।

অনিয়মের কারণ: অপ্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের নামে সরকারি অর্থের অপচয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: মাত্র ১৪ (চৌদ্দ) দিনের ব্যবধানে একই বিষয়বস্তুর ওপর একই প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করায় সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিতে উল্লেখিত ৩৩,৩০০/-টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।